স্রষ্টা পরেশ ধর

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

১৯৫১ সাল। কর্মস্থল বেঙ্গল কেমিক্যালের মাণিকতলা কারখানা থেকে বিকেলে ছুটির পর বেরিয়ে বাসে উঠেছি। একটা মোড় ঘুরে শীতলাতলার কাছে পৌঁছোতেই একটা ভেসে আসা গানের সুর আমাকে বাস থেকে টেনে নামালো। রাস্তার ডানদিকের মাঠে চৌকির ওপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে গান গাইছে। মূল গায়েন একজন --- অন্যজন মাঝে মাঝে জায়গামতো গলা মেলাচ্ছে। হারমোনিয়াম বা ঢোল কিছুই নেই। দুজনের হাতের তালিতেই তাল। পরিশীলিত কণ্ঠে মূল গায়ক গাইছে —

"কারখানা কলে -- মোরা খাটি দলে দলে
তাই যতো মেশিন চলে --- এই মোদের তাগদ শুষে
সেই ভোরে বাঁশী বাজে, আর আমরা আসি কাজে
আর ঘরে ফিরি সাঁঝে , হায় পেটে খিদে পুষে
হেই হেঁইয়ো হেঁইয়ো হেঁইয়ো .....।।"

পায়ে কে যেন পেরেক এঁটে দিয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য।

মাত্র কয়েক মাস আগে বন্ধুরা টেনে নিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মনুমেন্ট ময়দানের এক জনসভায়। শুরুতে গণনাট্য শিল্পীদের গাওয়া সলিল চৌধুরীর গান " বলিষ্ঠ দুই হাতে তুলে নাও হাতিয়ার"শুনে প্রচন্ড উদ্দীপ্ত হয়েছিলাম যার ফলশ্রুতিতে দু-মাসের মাথায় গড়ে উঠেছিল "সিঁথি শিল্পী পরিষদ" --- দমদম গণনাট্য সংঘের প্রথম স্তর। কিন্তু আজকের এই গানের অনুভূতিতে এক অন্য আকর্ষণ। গানের বাণীতে রয়েছে কারখানার শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণার সহজ সরল বর্ণনা। -- অথচ প্রয়োগ নৈপুণ্যে কোনও বাজনা বা অনুষঙ্গ ছাড়াই কত সুন্দরভাবে এর আবেদন শ্রোতাদের মনের গভীরে পৌঁছে যাচ্ছে। সদ্য প্রয়াত গণশিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও নাট্যকার পরেশ ধরের এই গানটি গণনাট্য আন্দোলনের এক চিরস্থায়ী সম্পদ।

উল্লেখ করার মত আর একটা ঘটনা। ১৯৫৩ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে রিক্শা পেডলার্স্ ইউনিয়ন শিবরাত্রি উপলক্ষে একটা অনুষ্ঠানে আমাদের শাখাকে নিয়ে গিয়েছিল গান ও নাটক করার জন্যে। ওই রিকশা চালকেরা প্রায় সবাই দেশ বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে ওপার থেকে আসা বাঙালি মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। দু'দিন অনুষ্ঠান করতে হয়েছিল এবং পরেশদার লেখা ও সুর করা একটা গান 'ঠুন ঠুন ঠুন ঠুন রিকশা চলে' ওদের অনুরোধে দু-দিনে তিনবার গাইতে হয়েছিল। গানটির সঞ্চারীর কয়েকটি লাইন :

সারা দিনে আজি তাহার হয়নি কিছু রুজি,
তাই সে গভীর রাতে ফেরে যাত্রী খুঁজি খুঁজি ---
নিঝুম নিশি শহর ঘুমায় উদাসীনের মত

গ্যাসের আলো অশ্রু হয়ে ঝরে অবিরত .....'

ছেলেদের কয়েকজন শেখবার জন্যে আগ্রহ ভরে গানটা নিয়ে নিল। তালিমও শুরু হল, রাত একটা নাগাদ লালগোলা প্যাসেঞ্জারে ফিরে আসার সময় স্টেশনের গ্যাসের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে ষোল-সতেরোটি ছেলে শেষবারের মতো তালিম নেওয়ার চেষ্টা করছিল --- এ দৃশ্য চিরকাল মনে থাকবে। পঞ্চাশের দশকে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পরেশদার কাছ থেকে পেলাম একটা চমৎকার যুদ্ধ বিরোধী গান : 'শ্বেত কপোত আঁকা -- শান্তি পতাকা'। অপূর্ব সুন্দর সুর ও ছন্দের এই গানের শেষ লাইনের কি অসাধারণ ব্যঞ্জনা — 'কাকলীতে পড়ে অস্ত্র ঝনঝনা ঢাকা'। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে পরেশদার আর একটা এইরকম গানের লাইন -- 'ঝিকিমিকি জল নদী টলমল -- জোয়ার বয় রে বয়'। গানের সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা মিষ্টি মধুর ছবি চোখের সামনে ফুটে ওঠে। অসমীয়া লোকসুরের এই গানটির শুরুতে আছে 'ফুলের মত ফুটলো ভোর -- ভাঙলো মাঝির ঘুমের ঘোর'। বর্তমানের দুঃসময়কে অতিক্রম করে আগামী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন পরেশদার লোকসুরের এই গানটিতে -- 'ওরে ও মাঝি, রাঙা স্বপন দেশে যাবো -- পাল তুলে দে নৌকায়'। তবে 'শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি' --- এই গানে বোধ হয় প্রকৃতির সব চেয়ে জীবন্ত ছবি আমরা দেখতে পাই। গানটির বাণী ও সুরের পেলবতা আমাদের মন ভরিয়ে দেয়। আবার যখন আমরা পরেশদার সুরে সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'বেজে উঠলো কি সময়ের ঘড়ি' গানটি শুনি — তখন ওই গানের 'রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্বকোণ' এই অংশটায় আমাদের বুকের মধ্যে অন্যতর একটা তীব্র আলোড়ন অনুভব করি।

পরেশদার একটা পরীক্ষামূলক গান শেখার সুযোগ হয়েছিল -- 'দেশমাতা কাঁদে গো'। সেই পঞ্চাশের দশকে একবার দূর মফঃস্বলের এক শারদীয়া পূজা মন্ডপে নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা গিয়েছিলাম গান গাইতে। দমদম শাখার শিল্পী পিন্টু ভট্টাচার্য সেদিন ভক্তিমূলক সুরের দেশমাতার বন্দনা গান গেয়ে বেশ সুনাম পেয়েছিল। এই প্রসঙ্গে আর একটা গানের কথা মনে পড়ছে — 'আমি সারাজীবন ধরে কত অট্টালিকা গড়ে -- নিজের তরে পেলাম শুধু কুঁড়ে .....'। এ গানে এক রাজমিস্ত্রীর ব্যক্তি জীবনের দুঃখ-বেদনা সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনের দুঃখ-বেদনা র সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে।

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে পরেশদার লেখায় ও সুরে একটা চমৎকার গণসঙ্গীত শিখেছিলাম :

" ও ভাইরে বন্ধু, বলতে কি পারো
আমার বুকের খুনে কেন হাত রাঙালে ....."

শেষ স্তবকে আছে —

"সাগর পারের শ্বেতবরণ কালনাগের বাসা
এদেশে এখনো আছে সে যে সর্বনাশা
সেথায় আবার ঢুকেছে ভাই স্বদেশী সাপেরা

এসো তুমি আমি মিলে ভাঙি তাদের ডেরা
মোরা মরবো তা না হলে ....."

'দুর্ভিক্ষের পাঁচালী' পরেশদার আর এক অনবদ্য সৃষ্টি। দমদম শাখার বহুল পরিবেশিত এই পাঁচালীর শুরুতে ছিল —

"ও ভাই নিন্দুকেরা রাম রাজত্বে নিন্দে করে
তারা রটায় দেশের মানুষ নাকি দুর্ভিক্ষে মরে ....."।

আর শেষাংশে ছিল —

"ভাইরে ভাই সিংহাসনে বসলো শকুন মহারাজ
দুহাতে মরণ ছড়ায় এই দেশে
জমি নিল ধান নিল বাস্তুভিটে নেয় শেষে ....."।

সহজ সাধাসিধে এই মানুষটির সংস্পর্শে মাত্র দু'চারবার আসার সুযোগ আমার হয়েছিল। শিয়ালদহ অঞ্চলে প্রয়াত ধীরেন দাসের বাড়িতে পরেশ দার গান শেখার সুযোগ হয়েছিল কয়েকবার। গান লেখা, সুর করা ছাড়াও পরেশদা ভালো বাঁশি বাজাতে পারতেন। কয়েকটা নাটকও লিখেছিলেন। ওঁর লেখা 'শুধু ছায়া' নাটকটি দমদম গণনাট্য সংঘ এক সময়ে অভিনয় করেছিল — পরিচালক ছিলেন দীপক সেনগুপ্ত। সম্ভবত ওই উপলক্ষেই পরেশদা একবার সিঁথির পেয়ারাবাগান মাঠে এসেছিলেন। ষাটের দশকের মাঝামাঝি গণনাট্য পুনর্গঠনের সময়ে পুরোনো কেউ কেউ এসেছিলেন, আবার অনেকেই আসেননি। পরেশদাও ওই সময় আর আসেননি। পরে অবশ্য রাজনৈতিক মতপার্থক্যের জন্য আমাদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, পরেশদা আজ আর নেই। কিন্তু পরেশদা বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে, বেঁচে থাকবেন সংস্কৃতি আন্দোলনের উত্তরসূরীদের মনের মণিকোঠায়। তাই পরেশদার সুরে সুর মিলিয়ে আমরা আজও গাইছি —

"প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও
তুফানের ঘূর্ণি ঘোরাও
জীবনের ঝরাপাতা উড়িয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে বিশ্ব কাঁপাও ...."।